



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালি

এবং

পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৭

সূচিপত্র

দূতাবাসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
উপক্রমণিকা
সেকশন ১-দূতাবাসের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী
সেকশন ২-দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
সেকশন ৩-কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, সম্পাদনসূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার ওপর নির্ভরশীলতা

দূতাবাসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (Overview of the Performance of the Mission)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড এখন বহুমাত্রিক। একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে একটি সক্রিয়, প্রতিশ্রুতিশীল এবং দায়িত্ববান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত তিন বছরে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক এবং কনসুলার কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। ইতালির সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ম আসেম শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ইতালি সফর করেছেন। ইতালির উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ সফর করেছেন, যা দীর্ঘ দিনের মধ্যে ইতালি হতে প্রথম উচ্চ পর্যায়ের বাংলাদেশ সফর। কনসুলার কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস হতে দূতাবাসে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট-এর জন্য এনরোলমেন্ট করা শুরু হয়েছে। দূতাবাসের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতালি প্রবাসী দুই লক্ষ বাংলাদেশের নাগরিকগণের অধিকাংশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল পাসপোর্ট গ্রহণ করেছেন। এছাড়া, দূতাবাসের সেবাসমূহ অনলাইন ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনা হয়েছে এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। রোম-ভিত্তিক জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা- FAO, IFAD ও WFP-তে বাংলাদেশ দূতাবাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের জন্য এই মুহূর্তে প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানবসম্পদের সীমাবদ্ধতা। প্রায় দুই লক্ষ বাংলাদেশী অভিবাসী বর্তমানে ইতালিতে অবস্থান করছেন। এদের বিভিন্ন ধরনের কনসুলার সেবার প্রয়োজন হয়। এই দূতাবাস দিনে গড়ে ৩০০-৪০০ জনকে কনসুলার সেবা প্রদান করে থাকে। সীমিত সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে এত বিপুল সংখ্যক জনগনকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কনসুলার সেবা প্রদান করা অত্যন্ত দুরূহ। জনবল বাড়ানো হলে কনসুলার সেবার মান আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। এছাড়া, আবাসিক ভবনে চ্যাপারী অবস্থিত হওয়ার কারণে দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করা সম্ভব হচ্ছে না। দূতাবাসের গৃহীত নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ ভবনের অন্য বাসিন্দাদের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন সৃষ্টি করে বিধায় বিকল্প উপায়ে দূতাবাসের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলছে। পৃথক, নিজস্ব ভবনে দূতাবাস স্থানান্তর না করা সম্ভব হলে দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়ে যাবে। সুতরাং, সীমিত জনবল নিয়ে দূতাবাস, এর সম্পদ এবং কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে স্বল্পতম সময়ে কনসুলার সেবা প্রদান করাই প্রধান চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দূতাবাসের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আর্থিক, জনবল ও লজিস্টিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এ দূতাবাসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দূতাবাসের সকল ধরনের কনসুলার সেবা অনলাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দূতাবাসে একাধিকবার আগমনজনিত পরিশ্রম ও ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হবে। সব ধরনের সেবার জন্য সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দূতাবাসের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হবে, যাতে দূতাবাসে আগমনের পূর্বেই সেবা প্রত্যাশী তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদির বিষয় জানতে পারেন। অদূর ভবিষ্যতে মেশিন রিডেবল ভিসা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দূতাবাসের জন্য পৃথক, নিজস্ব ভবন নির্বাচন ও ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু করারও পরিকল্পনা রয়েছে। তাছাড়া, দূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণ যাতে নিরাপদে এখানে অবস্থান করতে পারেন, সেজন্য ইতালি সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে এ দূতাবাস কাজ করে যাবে। ইতালির সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক এবং সমবর্তী দায়িত্ব হিসেবে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- দূতাবাসের সকল কনসুলার সেবা অনলাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত করা;
- দূতাবাসের নিজস্ব ওয়েব সাইট তথ্য সমৃদ্ধ ও আরো সহজে ব্যবহারযোগ্য করা;
- মেশিন রিডেবল ভিসা (এম.আর.ভি.) প্রদান কার্যক্রম শুরু করা;
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট প্রদানের সময়সীমা ৩০ দিন থেকে ২৫ দিনে হাস করা;
- ইতালির সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা;
- সমবর্তী দায়িত্ব হিসেবে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা; এবং
- দূতাবাসের জন্য নিজস্ব ভবন ক্রয়ের নিমিত্তে সম্ভাব্য ভবনসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

উপক্রমণিকা(Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালি

এবং

পররাষ্ট্র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর মধ্যে ২০১৬ সালের^{জুলাই}
মাসের^{২৮}..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন :

সেকশন ১:

দূতাবাসের রূপকল্প (vision), অভিলক্ষ্য (mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (vision)

বাংলাদেশের স্বার্থ অক্ষুর রেখে ইতালি এবং সমবর্তী দায়িত্ব হিসেবে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (mission)

বিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উদীয়মান, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের দূতাবাস হিসেবে ইতালি, আলবেনিয়া, সার্বিয়া এবং এসব দেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করা; এবং প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উন্নততর সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (strategic objectives)

১.৩.১ দূতাবাসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. ইতালি এবং এর সমবর্তী দায়িত্বের দেশ আলবেনিয়া, সার্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ;
২. বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ;
৩. দ্রুততর ও সুদক্ষ কনসুলার সেবা প্রদান;
৪. ইতালি, আলবেনিয়া ও সার্বিয়ায় বাংলাদেশের বাংলাদেশের পন্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা;
৫. অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার আয়োজন ও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ
৬. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে চলমান আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সক্রিয়, নেতৃত্বশীল ও সফল অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাবমূর্তির উন্নয়ন;
৭. আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির যথোপযুক্ত অভিযোজন ও প্রয়োগ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

১. দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন;
৩. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ;
৫. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা;
৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ দূতাবাসের কার্যাবলী

১. ইতালির সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং সমবর্তী দায়িত্ব হিসেবে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ;
২. রোমে অবস্থিত জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা (FAO, IFAD ও WFP)-তেকার্যকারীভূমিকারামাধ্যমেবহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ;
৩. কূটনৈতিক ও কনসুলার প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে প্রবাসীগণকে বিভিন্ন কনসুলার ও কল্যানসূলক সেবা প্রদান;
৪. ইতালি, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রদান;
৫. ইতালি, আলবেনিয়া ও সার্বিয়ায় বাংলাদেশের পন্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৬. প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এনরোলমেন্ট ও পাসপোর্ট প্রদান;
৭. বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৮. বৈদেশিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়/ইস্যুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন;
৯. অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ (যেমন, বিদেশে বাংলাদেশের পন্যবাজার সম্প্রসারণে বানিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ও মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের বিষয়ে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিত উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ);
১০. প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার প্রধান, মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাগণের ইতালি সফরের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করা।

সেকশন ২:

দূতাবাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ (Performance Indicator)	একক (Unit)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপণ		নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহের নাম	উপাস্তসূত্র (Source of Data)
			২০১৪-১৫	২০১৫-১৬		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সর্বোচ্চ পর্যায়ের সফরের মাধ্যমে ইতালির সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ	সরকারপ্রধান/ রাষ্ট্রপতি পর্যায়ের সফরের আয়োজন	সংখ্যা	১	-	১	১	০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	মিশন ও মন্ত্রণালয়
ইতালি এবং সমবর্তী দায়িত্বে আলবেনিয়া ও সার্বিয়ায় সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ	মন্ত্রী পর্যায়ের সরকারী সফর আয়োজন	সংখ্যা	৫	৪	৪	৪	৪	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম (ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অন্য মন্ত্রণালয়)	মিশন ও মন্ত্রণালয়
বহুপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ	জাতিসংঘের বিশেষায়িত তিনটি সংস্থার বিভিন্ন পদে বাংলাদেশের নির্বাচন/ মনোনয়ন/সভায় অংশগ্রহণ	সংখ্যা	২	২	৩	২	২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	মিশন
ICAO-এর এমআরপি সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্ত্তি উজ্জ্বলকরণ	দূতাবাস হতে এমআরপি প্রদান	সংখ্যা	২৫৩৭	৩৩৩৯৩	১৫০০০	১২০০০	১২০০০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, স্করাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	মিশন
দ্রুততর ও সুদক্ষ কনসুলার সেবা প্রদান	দূতাবাস হতে এমআরপি প্রদানের সময়	দিন	৫০	৩০	২৫	২৫	২৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	মিশন
প্রবাসী বাংলাদেশীদের কনসুলার পরিষেবা প্রদানের সময় হ্রাসদক্ষতা বৃদ্ধি [দূতাবাসের সেবার মানোন্নয়ন]	দূতাবাসে কনসুলার পরিষেবা প্রদানে ব্যয়িত সময়	দিন	১	১	১	১	১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্করাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়]	মিশন
এমআরপি প্রদানের মাধ্যমে ভিসা প্রদান পদ্ধতি সহজিকরণ ও আধুনিকায়ন	দূতাবাসে এমআরপি কার্যক্রম শুরু	সংখ্যা	-	-	৪০০	৫০০	৫০০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম স্করাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর	মিশন
বাংলাদেশের পন্য ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণে সহায়তা;	বিদেশী ক্ষেতাদের ভিসা প্রদান	সংখ্যা	৬৭৭	৭৫৩	৭৫০	৭৫০	৭৫০	বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম	মিশন

সেকশন ৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/Criteria Value for FY 2016-17)					প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ (Projection) ২০১৮-১৯
						২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
দূতাবাসের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
[১] ইতালি এবং সমবর্তী দায়িত্বের দেশ আলবেনিয়া ও সার্বিয়ার সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুসংহতকরণ;	২১	১.১ ফরেন অফিস কম্পাটেশন (FOC)	১.১.১ অনুষ্ঠিত ফরেন অফিস কম্পাটেশন (FOC)	সংখ্যা	৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	১	১
		১.২ মহতী পর্যায়ের বৈঠক আয়োজন	১.২.১ আয়োজিত বৈঠক	সংখ্যা	৪.০০	৫	৪	৪	৩	২	১	০	৪	৪
		১.৩ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর	১.৩.১ স্বাক্ষরিত চুক্তি	সংখ্যা	৩.০০	-	-	১	১	১	১	০	১	১
		১.৪ দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর	১.৪.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক	সংখ্যা	২.০০	-	-	১	১	১	১	০	১	১
		১.৫ বিদেশী সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের বাংলাদেশ সফর আয়োজন	১.৫.১ আয়োজিত সফর	সংখ্যা	২.০০	-	-	১	১	১	১	০	১	০
		১.৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফর আয়োজন	১.৬.১ আয়োজিত সফর	সংখ্যা	৪.০০	১	-	২	১	১	১	০	১	০
		১.৭ ইতালি এবং সমবর্তী দায়িত্বের দেশসমূহে অনারারি কনসুলেট স্থাপনে সহায়তা করা	১.৭.১ নতুন অনারারি কনসুলেট স্থাপনে সহায়তা প্রদান	সংখ্যা	২.০০	১	১	২	১	১	১	০	১	১

